এসকেএস ফাউণ্ডেশন ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | এসকেএস ফাউণ্ডেশন

সভাপতির শুভেচ্ছা বার্তা

আজ ১ ডিসেম্বর ২০২২। এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে এসকেএস-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আনন্দ চিত্তে স্মরণ করছি সেই সকল উন্নয়ন-যোদ্ধা যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধার সম্মিলনে দাঁড়িয়ে আছে আজকের এসকেএস ফাউণ্ডেশন।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন বিগত ৩৫ বছরের উন্নয়নের ধারা, অভিজ্ঞতা ও শিখনকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এসকেএস-এর এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমিও সমৃদ্ধ। এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার কঠোর পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা, নতুন নতুন কর্মপন্থা উদ্ভাবনি, এবং বিশেষায়িত সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এর মাধ্যমে এসকেএস সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সর্বোপরি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে এসকেএস-এর কর্মপরিধি। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বন্যা ও নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সেবা প্রদানে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা দুর্গত মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে এসকেএস। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ দেশীয় অর্থনীতিকে সচল রাখতে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এসকেএস ফাউণ্ডেশন।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন দেশের কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার উন্নয়নসহ নানাবিধ ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত বছরগুলোতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই খাতগুলোতে কার্যকর সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসকেএস ফাউণ্ডেশন উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতিও মিলেছে বারবার। এসকেএস-এর এই অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি লক্ষিত জনগোষ্ঠী, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারকে।

আগামী দিনেও টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অদম্য সাহস নিয়ে এসকেএস ফাউণ্ডেশন এগিয়ে যাবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে। আমি বিশ্বাস করি, প্রশাসনের সহায়তায় সংস্থাটি তার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও বৃহৎ পরিসরে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যথাযথ ও অব্যাহত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে এসকেএস। অমার প্রত্যাশা, এসকেএস পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আশাকরি, এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর আগামী দিনের উন্নয়ন যাত্রায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি এসকেএস-এর উন্নয়ন যাত্রার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মো. আয়ুব আলী
সভাপতি
এসকেএস ফাউণ্ডেশন

এসকেএস ফাউণ্ডেশন

ভিশন (Vision)

একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ, যেখানে প্রত্যেকেই সম্পদের অংশীদার এবং বাকস্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায্যতার সঙ্গে বসবাস করে।

মিশন (Mission)

এসকেএস ফাউণ্ডেশন দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা হ্রাস, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের সুযোগ ও সম্পদে অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সহায়তা করে। একটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসকেএস ফাউণ্ডেশন স্থানীয় সরকারসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে, বেসরকারি খাত, এনজিও, সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক এবং দাতা সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মৌলিক মূল্যবোধ

এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর ৩৫ বছর

একটি অদম্য প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা

প্রারম্ভিক

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করে দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবত এসকেএস ফাউণ্ডেশন জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। ১ ডিসেম্বর ২০২২ এসকেএস তার গৌরবময় উন্নয়ন যাত্রার ৩৫ বছর উদযাপন করছে। একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি যাত্রা শুরু করে। এ যাত্রা শুধু দারিদ্র্য, অসাম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরর মাধ্যমে এ সকল সমস্যা মোকাবেলা করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল এ যাত্রা শুরুর উদ্দেশ্য। যা ছিল এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর একটি অসাধারণ উদ্যোগ। এই প্রক্রিয়ায় পথ চলতে শুরু করে ন্যায্যতার পক্ষে সংস্থার অদম্য মানসিকতা এসকেএস ফাউণ্ডেশনকে নিছক একটি কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন থেকে একটি বহুমাত্রিক জাতীয় এনজিওতে রূপান্তরিত করেছে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং স্থানীয় যুবশক্তির নিবেদিত নেতৃত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কমিউনিটিভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী কাজ দিয়ে শুরু করে, সংস্থাটি এখন সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত চরবাসী, জাতিগত সংখ্যালঘু, ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকসহ অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বৈচিত্র্য গত দুই দশকে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের কর্ম-পরিসর যেমন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করেছে তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশেও সহায়ক হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

একটি অনানুষ্ঠানিক কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন থেকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর আত্মপ্রকাশ। আশির দশকের মাঝামাঝি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্থানীয় যুবকদের দ্বারা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ থেকে এর উৎপত্তি। যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে গাইবান্ধা জেলার বিচ্ছিন্ন চরগুলোতে বসবাসকারী প্রান্তিক পরিবারগুলোকে বিশেষ করে বন্যার সময় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষের জীবনে এর কাজের প্রভাব স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তাদের কাজ অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করে। ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে এই উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজ কল্যাণ সংস্থা (SKS) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাল কাজের অনুভূতি ও স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা এসকেএস কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। স্বেচ্ছাসেবকদের শক্তি ও সদিচ্ছাকে পুঁজি করে, সীমিত সম্পদ নিয়ে এসকেএস ধীরে ধীরে মূল ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে শুরু করে এবং দারিদ্র্য, অসমতা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস যোগাতে থাকে।

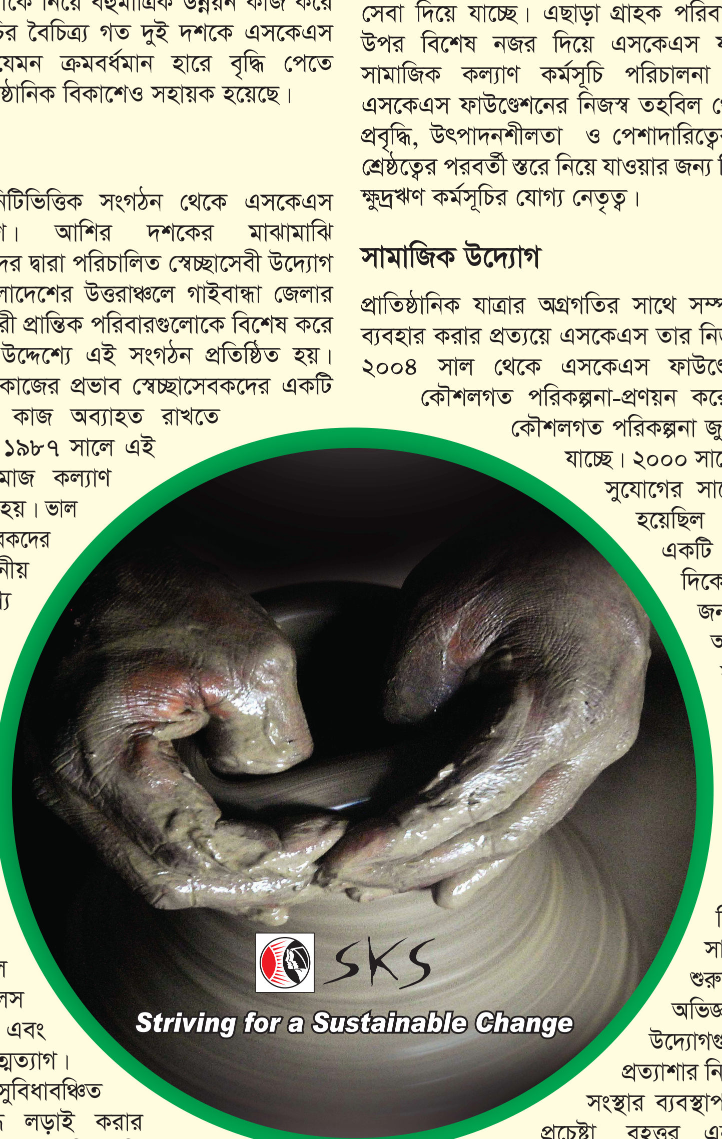

তবে সংস্থাটির এ উদ্যোগ মোটেও সহজ ও মসৃণ ছিল না। এর পেছনে ছিল নিরলস সংগ্রাম, স্বেচ্ছাসেবা এবং উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ। বন্যার ঝুঁকি, ক্ষুধা, দারিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করার পেছনে তাদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল নিজেদের দেওয়া ও সমমনা স্থানীয় পরিবার থেকে সংগ্রহ করা অর্থ ও সামগ্রী। গাইবান্ধার ভরতখালীর রাসেল আহম্মেদ লিটন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এই মহান উদ্যোগের সারথি; যার নেতৃত্বে এসকেএস বর্তমান পর্যায়ে আসতে পেরেছে। এ কাজে একদল স্ব-প্রণোদিত স্থানীয় যুবক তাঁকে সহায়তা করেছে। তাদের অবদান এসকেএস কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ অবদান ছাড়া এসকেএস আজ এ পর্যায়ে আসতে পারত না; হতো না আজকের এসকেএস ফাউণ্ডেশন।

উন্নয়ন কর্মসূচি

এসকেএস ফাউণ্ডেশন নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় পর্যায়ের একটি এনজিও হিসেবে দৃশ্যমান হয়। পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে। সে সময় সংস্থাটির সুনির্দিষ্ট কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা ছিল না। তখন উন্নয়ন সহযোগিদের দেয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অর্থায়নের শর্তগুলো মেনে প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এসকেএস। তবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার মাধ্যমে এসকেএস-এর উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন হয়; যা পরবর্তীতে এসকেএসকে সামনে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যে সব অংশীদারী উন্নয়ন সহযোগী এসকেএস ফাউণ্ডেশনের উন্নয়ন যাত্রায় সাথে ছিল, এসকেএস সেইসব অংশীদারকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার ও স্মরণ করে। নতুন উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে সে সব অংশীদারগণের অনেকে এখনও এসকেএসকে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। এসকেএস এত দীর্ঘসময় তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে থাকতে পেরে গর্বিত। বর্তমানে, এসকেএস ফাউণ্ডেশন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৩০-৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সময়ে উন্নয়ন সহযোগিদের থেকে পাওয়া তহবিল ও প্রতিশ্রুতি আরও বেড়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা ও আন্তর্জাতিকসহ অন্যান্য এনজিওসমূহের একটি বড় অবদান রয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য ও অবিচারের অন্তর্নিহিত কারণসমূহকে মোকাবেলা এবং কয়েক শত প্রকল্প বাস্তবায়নে এসকেএস ফাউণ্ডেশনকে সহায়তা করেছে। অংশীদারিত্বভিত্তিক এই প্রকল্পগুলো এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে; যে বিষয়গুলো তাদের অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা ছাড়া এসকেএস-এর একার পক্ষে অর্জন করা কষ্টসাধ্য ছিল।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

আশির দশকের শেষের দিকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন- এর পরিচিতি সংস্থাটিকে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দেয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য মোকাবেলায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এনজিওগুলো সেই সময়ে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি তার অন্যতম। এই উপায় অবলম্বন ও সরকারি নির্দেশনা মেনে, এসকেএস ফাউণ্ডেশন ১৯৯২ সালে ক্ষুদ্রঋণ (MF) কর্মসূচি শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালে এসকেএস ফাউণ্ডেশন পিকেএসএফ-এর অংশীদার হিসেবে কাজ শুরু করে। যদিও অন্যান্য কয়েকটি বড় এনজিও-এর তুলনায় এসকেএস ফাউণ্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অপেক্ষাকৃত দেরিতে শুরু করে; তবুও ২০২১ সালের হিসাবে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের শীর্ষ ১৫টি ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) কাছাকাছি চলে আসে। শুরুতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীতে শহর এবং শহরতলির গ্রাহকদেরকেও এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শহরে নিম্ন-আয়ের মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি (গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন) পাওয়ায় তাদের আয়বৃদ্ধি করতে শহর ও আধা-শহুরে গ্রাহকদেরকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সূচনালগ্ন থেকেই স্বল্পসুদে আর্থিক পরিষেবা প্রদান, প্রয়োজন অনুসারে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে আসছে এসকেএস ফাউণ্ডেশন। ধারণাগতভাবে, এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু হয়েছিল একটি ত্রিমাত্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও নারীর ক্ষমতায়ন। বর্তমানে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাংলাদেশের ২৬টি জেলায় ২০০টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে ২০০,০০০ এরও বেশি গ্রাহককে (৯৫% নারী) সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক পরিবারের শিশু এবং বয়স্কদের উপর বিশেষ নজর দিয়ে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বেশ কয়েকটি সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে; যা সম্পূর্ণভাবে এসকেএস ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে করা হচ্ছে। বৈচিত্র্য, প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে শ্রেষ্ঠত্বের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির যোগ্য নেতৃত্ব।

সামাজিক উদ্যোগ

প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রার অগ্রগতির সাথে সম্পদ ও সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করার প্রত্যয়ে এসকেএস তার নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে। ২০০৪ সাল থেকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা-প্রণয়ন করে আসছে। বর্তমানে ৪র্থ কৌশলগত পরিকল্পনা জুন ২০২৪ সালে শেষ হতে যাচ্ছে। ২০০০ সালের শুরুর দিকে ক্রমবর্ধমান সুযোগের সাথে যে চাহিদাগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো মেটানোর জন্য একটি ধারাবাহিক পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হওয়া সংস্থাটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্তর্নিহিত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস ও পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় সংস্থার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা ভাবনার দিকে এগিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিনোদনসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক উদ্যোগ শুরু করে। শুরুর দিকে সীমাবদ্ধতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে সামাজিক উদ্যোগগুলোর সাফল্য তার প্রত্যাশার নিরিখে ভালো ছিল না। তবে সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, বৃহত্তর এনজিও ও অংশীজনদের সুপরামর্শে পরবর্তীতে সামাজিক উদ্যোগগুলোর যাত্রা মসৃণ হতে শুরু করে এবং সেগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসে। ফলে, সামাজিক উদ্যোগের সংখ্যা এবং মান উভয়ই বাড়তে থাকে। এখন পর্যন্ত এসকেএস-এর সামাজিক উদ্যোগের তালিকায় কমিউনিটি রেডিও, দৈনিক পত্রিকা, প্রিন্টার্সসহ ৯টি উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারীতে সামাজিক উদ্যোগগুলোর প্রসার বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে কোভিড-পরবর্তীতে মূল সংস্থার সহায়তা ও বিশেষ প্রচেষ্টায় বর্তমানে সামাজিক উদ্যোগের বেশিরভাগই ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছে।

এ্যাডভোকেসি

প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা সুসংহতকরণ, ব্র্যান্ড পরিচিতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, এসকেএস ফাউণ্ডেশনকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখতে একধাপ এগিয়ে দেয়। সেই আস্থা অর্জনের পর, এসকেএস ফাউণ্ডেশন টেকসই উন্নয়নে নীতি-সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পলিসি-এ্যাডভোকেসি করতে উদ্যোগী হয়। নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ কিছু বিষয়ে এসকেএস ফাউণ্ডেশন কয়েকটি এনজিও, সিএসও নেটওয়ার্ক ও জোটে যোগদান করে এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ২০০৮ সাল থেকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন পলিসি-এ্যাডভোকেসির কাজ শুরু করে। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্লাটফর্ম এবং জোটে যোগদান করে যা পলিসি-এ্যাডভোকেসিতে এসকেএস ফাউণ্ডেশনকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সুযোগ করে দেয়। এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর এ্যাডভোকেসি জাতীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রাথমিক বোঝাপড়ার আলোকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে এসকেএস ফাউণ্ডেশন জাতীয় পর্যায়ে ৩৩টি এ্যাডভোকেসি ফোরামের সাথে যুক্ত রয়েছে। পলিসি-এ্যাডভোকেসি ছাড়াও এসকেএস ফাউণ্ডেশন গত ২০ বছরে কমিউনিটি দল ও সিবিওদের সাথে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অধিকার আদায়ে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায় ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এ্যাডভোকেসির কাজ করে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে গত দশ বছরে এসকেএস ফাউণ্ডেশন তৃণমূল পর্যায়ে কয়েক শত ঘটনার নিস্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছে। এ্যাডভোকেসির অর্জিত সাফল্য দেখা যেতে পারে এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর কর্ম-এলাকায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি, মজুরি-বৈষম্য, আগাম শ্রম বিক্রয়সহ নানান সামাজিক সূচকে স্থানীয় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মনজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন বা মানবিক উত্তরণ।

উপসংহার

প্রাতিষ্ঠানিক এবং কর্মসূচি উভয় ক্ষেত্রে দু'দশকের ক্রমবর্ধমান অর্জন, ২০০৮ সাল থেকে এসকেএস ফাউণ্ডেশনকে একটি স্বতন্ত্র এনজিও হিসাবে পরিচিতি দিয়েছে। সফলতা ও ব্যর্থতার মিশ্রণে, ক্ষুদ্রঋণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বৃহত্তর উত্তরাঞ্চল, উপকূলীয়, খরাপ্রবণ অঞ্চল, নগরাঞ্চলসহ আরও কয়েকটি অঞ্চলে তার কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। যা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সমন্বয় বাড়াতে নয়, জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষকরে নারী এবং কিশোরী মেয়েদের কাছে পৌঁছাতেও সমর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এসকেএস ফাউণ্ডেশন ৬টি বিভাগের ২৬টি জেলায় একাধিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪.৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার বর্তমান কৌশলপত্রে (২০১৯-২০২৪) উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কর্মপন্থায় প্রগতিশীল চিন্তার অনুরণন ঘটিয়েছে। কৌশলপত্রটি বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে অগ্রাধিকারগুলোকে শক্তিশালী পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অতীত ও অভিযোজন প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর কৌশলপত্র একটি চলমান বাস্তবতা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিরিখে এখনও এটিকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর বিগত ৩৫ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা সংস্থার বিবর্তনের ধারা, যা শিখন, উন্নতি, একত্রিকরণ, সম্প্রসারণ, ধারাবাহিকতা, নতুনত্ব ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে এসকেএস ফাউণ্ডেশন যাঁদের সাথে কাজ করে তাদের সবার সাথে স্থাপিত হয়েছে নিবিড় ও অংশীদারিত্বমূলক যোগাযোগ। এসকেএস বিগত ৩৫ বছরে তার অনন্য মূল্যবোধ নিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে একটি পেশাদারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে। অতীতে MDG বাস্তবায়নে বেশ কিছু লক্ষ্যে এবং বর্তমানে SDG বাস্তবায়নে মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে অন্তত ১০টি লক্ষ্যের উন্নয়ন যাত্রায় অবদান রাখতে পারায় এসকেএস ফাউণ্ডেশন গর্বিত। আর্থিক সংস্থান ছাড়াও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সিএসও নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী যারা এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর এই অসাধারণ যাত্রাকে সম্ভব এবং প্রশংসনীয় করেছে, এসকেএস ফাউণ্ডেশন তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে।

ড. ইমরুল কায়েস মনিরুজ্জামান
উপ-নির্বাহী প্রধান, এসকেএস ফাউণ্ডেশন

নির্বাহী প্রধানের শুভেচ্ছা বার্তা

স্বপ্নগুলো ডানা মেলে আর স্বপ্নবাজ মানুষেরা সেই স্বপ্নের ডানায় ভর করে আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সহজ ছিল না; বরং নানা ছলে সেই উদ্যোগ নস্যাতের অপচেষ্টা ছিল প্রবল। প্রায় সকল বিবেচনায় গাইবান্ধার ভরতখালীর মত পশ্চাৎপদ গ্রাম থেকে সমাজ পরিবর্তনের উদ্যোগ সমাজের উঁচুতলার নিপীড়ক শ্রেণি মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু স্বপ্নবাজেরা লক্ষ্যে স্থির থেকে তাদের স্বপ্নকে সফল করতে এগিয়ে গেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে। ৩৫ বছর আগে একদল যুবকের সমাজ উন্নয়নের সেই স্বপ্ন প্রয়াস, আজকের এসকেএস ফাউণ্ডেশন।

মানুষের মর্যাদা, ন্যায্যতা, বাক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে একটি দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে স্থির থেকেছে এসকেএস ফাউণ্ডেশন। প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে দৃঢ় প্রত্যয়, নিরলস পরিশ্রম ও সততার সাথে কাজ করে আজ একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এসকেএস ফাউণ্ডেশন। আজ ১ ডিসেম্বর এসকেএস ফাউণ্ডেশন-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিগত ৩৫ বছরে প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে স্থির থেকে এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার অদম্য উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ফলে প্রান্তিক দরিদ্র মানুষগুলো এগিয়ে যেতে প্রত্যয়ী হয়েছে। অনেকটা এগিয়েছেও। যেতে হবে আরও বহুদূর।

সময়ের সাথে সাথে এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার কর্ম-পরিধিও বিস্তৃত করেছে। সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভৌগোলিক এলাকা সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে ৬টি বিভাগে ২৬টি জেলা এবং ১৩৪টি উপজেলা এসকেএস-এর কর্ম এলাকা হিসাবে বিস্তৃত। এসকেএস-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন।

এসকেএস-এর সেবাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, পুষ্টি ও প্রজনন-স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, আয়-বর্ধণমূলক কাজে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিগত ৩৫ বছরে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় উন্নয়নের বিভিন্ন সামাজিক সূচক বিশেষ করে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে চোখে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং সামাজিক উদ্যোগ– এই ৪টি খাতের আওতায় নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দিনদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহায়-সম্বলহীন মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। এ সকল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করাই হবে ভবিষ্যত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। আবার দেশকে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলার পর বর্তমানে বিশ্বমন্দাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখেছে। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সাথে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন করতে এসকেএস ফাউণ্ডেশন জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসকেএস-এর উন্নয়ন যাত্রায় সরকারি-বেসরকারি নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণমাধ্যম, সুশীলসমাজ' বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং এসকেএস-এর কর্মীবাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদানকে এসকেএস কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে এসকেএস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউণ্ডেশন